দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা বিষয় সম্পর্কে ঃ আরও কিছু কথা

গত ৫ই মার্চ, '৯২ সংবাদ পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে উক্ত শিরোনামের কয়েকজন পত্র-লেখিকার লিখিত পত্রটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমি উক্ত পত্র-লেখিকাদের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত। গত কয়েক বছরের পরীক্ষা (বি, এ) পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এই বিষয়টির পরীক্ষায়ই ছাত্রছাত্রী বেশী অকৃতকার্য হয়। এর অনেক কারণ আছে। যেমন আমরা বাংলা বিষয়কে অবহেলা করে থাকি। এছাড়া উক্ত বিষয়টির পাঠ্যক্রম অনেক বিস্তৃত। অর্থাৎ আমাদের ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ৯টি গল্প, ৮টি প্রবন্ধ এবং ১৮টি কবিতা পড়তে হচ্ছে। আর ৩ ঘন্টার পরীক্ষায় আমাদের ৩টি বড় প্রশ্ন, ৩টি ব্যাখ্যা, ১টি রচনা, ১টি পত্র ও ব্যাকরণ এসব লিখতে হবে। যাকি না কঠিন ও খুবই দুর্বোধ্য। এতগুলো গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পড়ে মাত্র ৩টির বড় প্রশ্ন ও ৩টি ব্যাখ্যা লেখতে বলার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। ভালভাবে ১০০ নম্বরের উত্তর লিখে ৩৩ নম্বর পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার। অথচ আমাদের অন্যান্য বিষয়ের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু অনেক পরীক্ষার্থী বাংলা বিষয়টির জন্য অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় প্রচুর শ্রম ও সময় অপচয় করেও আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেন না। কাজেই বাংলা বিষয়ের নম্বর প্রদানের যৌক্তিকতা ও সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য এবং উক্ত বিষয়ের পাঠ্যক্রম এত বিস্তৃত রাখার প্রয়োজন আছে কিনা তা ভেবে দেখার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জাহাঙ্গীর রাজা,
বি, এ (পাস), ২য় বর্ষ (নৈশ)
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।